২১-০৬-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই খেলা কবরস্থান আর পরিস্থানের, এই সময় কবরস্থান, পরে এটা পরিস্থান হয়ে যাবে, এই কবরস্থানের দিকে তোমাদের মন দেওয়া উচিত্ নয়"

প্রশ্নঃ - এমন কোন্ কথা মানুষ জানলে, তাদের সব সংশয় দূর হয়ে যাবে ?

উত্তরঃ - বাবা কে এবং কিভাবেই বা তিনি আসেন, এই কথা জেনে নিতে পারলে তাদের সব সংশয় দূর হয়ে যাবে । যতক্ষণ না বাবাকে জানা যাচ্ছে ততক্ষণ সংশয় মিটবে না । নিশ্চয়বুদ্ধি হলে তোমরা বিজয়মালার সুতোয় গাঁথা হবে কিন্তু সব কথাতেই সেকেণ্ডে পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে ।

গীতঃ- তোমার ওই আকাশ সিংহাসন ত্যজিয়া এসো, এই ধরণীতলে !

ওম্ শান্তি । বাবা এখানে বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন । ইঁনি বেহদের রুহানী বাবা । সকল আত্মাই তাদের রূপ অবশ্যই বদল করে, নিরাকার দুনিয়া থেকে এসে সাকাররূপে কর্মক্ষেত্রে তাদের পার্ট প্লে করে । বাচ্চারা বলে, বাবা তুমিও আমাদের মতোই রূপ বদল করো । নিশ্চিতভাবে, তিনি সাকার রূপ ধারণ করে জ্ঞান দেন, মানুষের রূপই ধারণ করবেন ! বাচ্চারাও জানো, তোমরা নিরাকার ছিলে, আবার সেই তোমরাই পরে সাকার হও । নিশ্চিতরূপে এইভাবে চলে আসছে । সেটা নিরাকার দুনিয়া । বাবা এখানে বসে শোনান । তিনি বলেন, তোমরা নিজেদের ৮৪ জন্মের কাহিনী জানোনা । আমি এঁর মধ্যে প্রবেশ করে এঁকে বোঝাই, ইনি তো সব জানেন না, তাই না ! কৃষ্ণ তো সত্যযুগের প্রিন্স, এনাকে আসতেই হয় পতিত দুনিয়ায়, পতিত শরীরে । কৃষ্ণ ছিলেন সুন্দর, গৌরবর্ণ, কিন্তু কিভাবে মসীবর্ণ হয়েছেন তা' কেউ জানেনা । তারা বলে তাঁকে সর্প দংশন করেছিল ; বাস্তবে, এটা পাঁচ বিকারের কথা । কামচিতায় বসে তোমরা কালো হয়েছ । কৃষ্ণকে শ্যামসুন্দর বলা হয়ে থাকে । আমার শরীর নেই যে আমি সুন্দর বা অসুন্দর হতে পারি; আমি চির পবিত্র । কল্পে কল্পে সঙ্গমে আসি, যখন কলিযুগ শেষ হয়ে সত্যযুগের শুরু হয় । আমাকেই এসে স্বর্গের স্থাপনা করতে হয় । সত্যযুগ সুখধাম, কলিযুগ দুঃখধাম । এই সময় মানুষ মাত্রেই পতিত । সত্যযুগের মহারাজা মহারাণী, লক্ষ্মী-নারায়ণের গভার্নমেন্টকে তোমরা ভ্রষ্টাচারী বলতে পারবেনা । এখানে সবাই পতিত । ভারত যখন স্বর্গ ছিলো তখন দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিলো । সেই সময় একটাই মাত্র ধর্ম ছিলো, সবাই সম্পূর্ণ পবিত্র এবং শ্রেষ্ঠ ছিলো । এখানে ভ্রষ্টাচারী, শ্রেষ্ঠাচারীর পূজা করে । সন্ন্যাসীরা পবিত্র হয় আর সেইজন্য অপবিত্র যারা, তাদের সামনে মাথা নোয়ায় । গৃহস্থ লোকেরা সন্ন্যাসীদের ফলো করেনা, তারা শুধু বলে, অমুক সন্ন্যাসীর ফলোয়ার । যাই হোক, এটা একমাত্র তখনই হয় যখন সেই সমস্ত মানুষ প্রকৃত ফলো করে, তখন তারা বলতে পারবে ফলোয়ার । যদি তুমি নিজে সন্ন্যাসী হও তখনও তোমাকে ফলোয়ার বলা হবে । গৃহস্থীরা তাদের ফলোয়ার হয় কিন্তু তারা পবিত্র হয়না । না সন্ন্যাসীরা এটা তাদের বলে আর না তারা নিজেরা বুঝতে পারে যে, তারা প্রকৃতরূপে সন্ন্যাসীদের ফলো করছে না । এখানে পূর্ণরূপে মাতাপিতাকে তোমাদের ফলো করতে হবে । এটা বলা হয়ে থাকে, মাতাপিতাকে ফলো করো । দেহ সম্বন্ধীদের থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে এক আমাতে, তোমাদের বাবার সাথে জুড়ে নাও, তাহলেই বাবার কাছে পৌঁছে যাবে আর তারপরে সত্যযুগে চলে যাবে । তোমরা অল্ রাউন্ডার, ৮৪ জন্ম নাও । তোমরা বুঝতে পারো তোমাদের অল্ রাউন্ড পার্ট আদি থেকে অন্ত এবং অন্ত থেকে আদি পর্যন্ত অবিরত চলতে থাকে । অন্য ধর্মের যারা, তাদের পার্ট আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত চলেনা । আদি সনাতন

ধর্ম একমাত্র দেবী-দেবতাদের । একদম প্রথমে সূর্যবংশী ছিলো । এখন তোমরা জানো যে, তোমরা ৮৪ জন্মের চক্রে ঘুরছ, কিন্তু যারা পরে আসে তারা অল্ রাউন্ডার হতে পারেনা । এইরকম কিছু জিনিস বুঝতে হবে । বাবা বিনা এটা কেউ বোঝাতে পারেনা । একদম প্রথমে চাই ডিইজ্ম অর্থাত্ ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিশ্বাস । অর্ধকল্পের জন্য সূর্য এবং চন্দ্রবংশী রাজত্ব চলে । এখন এই যুগ খুব ছোট, একে সঙ্গমযুগ বলা হয় এবং কুম্ভও অর্থাত্ মিলনমেলা । সবাই তাঁকে স্মরণ করে, হে পরমপিতা, পরমাত্মা এসো, পতিত থেকে আমাদের পবিত্র বানাও । তারা বাবার সাথে মিলিত হওয়ার আশায় অনেক ঘুরেছে । তারা যজ্ঞ-তপ, দান-পুণ্য ইত্যাদি করতে থাকে , কিন্তু সেসবের একটাতেও কোনও লাভ হয়না । উদ্দেশ্যহীনভাবে এতদিনের ঘুরে বেড়ানো থেকে এখন তোমরা মুক্ত হয়েছ । ওটা ভক্তিকাণ্ড আর এটা জ্ঞানকাণ্ড । অর্ধকল্প ভক্তিমার্গ চলে । এটা জ্ঞানমার্গের পথ । তোমাদের বলা হয়েছে পুরানো দুনিয়া থেকে বৈরাগ্য নিতে হবে । সুতরাং, তোমাদের এটা বেহদের বৈরাগ্য কারণ তোমরা জানো যে, এই সমগ্র দুনিয়া কবরস্থানে পরিণত হয়ে যায় । এই সময় এটা কবরস্থান, পরে পরীস্তান হয়ে যাবে । এই খেলা কবরস্থান আর পরীস্থানের । বাবা পরীস্তানের স্থাপনা করেন যা সকলে স্মরণ করে । রাবণকে কেউ স্মরণ করেনা । মুখ্য একটা কথা বুঝতে পারলেই তাদের সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যাবে । যতক্ষণ না পর্যন্ত বাবাকে জানতে পারছে, তাদের বুদ্ধিতে সংশয় থেকেই যাবে । যাদের বুদ্ধিতে সংশয় আছে তারা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায় । নিশ্চিতরূপে তিনি আমাদের, আত্মাদের বাবা, তিনিই বেহদের উত্তরাধিকার দেন । একমাত্র নিশ্চয় দ্বারা বিজয়মালার সুতোয় আমরা গাঁথা হতে পারি । প্রতিটা শব্দ এক সেকেণ্ডে নিশ্চয় হতে হতে হবে । তোমরা 'বাবা' বলছ যখন, তাহলে তো পুরো নিশ্চয় থাকা উচিত্, তাই না ! বাবা নিরাকারকে বলা হয়ে থাকে । বাস্তবে গান্ধীকে "বাপুজী" বলা হয়ে থাকে, কিন্তু এখানে ওয়ার্ল্ডের বাপুজী, বিশ্বপিতার প্রয়োজন । তিনি ওয়ার্ল্ডের গড ফাদার, তাইতো তিনি সুমহান ! তোমরা তাঁর থেকে ওয়ার্ল্ডের উত্তরাধিকার লাভ করো । বিষ্ণুর রাজ্য ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা হয় । তোমরা জানো, তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে । তোমরা যে দেবী-দেবতা ছিলে, পরে সেই তোমরাই চন্দ্রবংশী, বৈশ্য বংশী, শূদ্রবংশী হয়েছ । একমাত্র তোমরা বাচ্চারা এইসমস্ত কথা বুঝতে পারো । বাবা বলেন, আমার এই জ্ঞান যজ্ঞে অনেক বিঘ্ন আসবে । এটা রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ যা থেকে বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয় এবং সমগ্র পুরানো দুনিয়ার বিনাশ ও এক দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়ে যাবে । বাবা তোমাদের প্রকৃত সত্য বুঝিয়ে বলেন । তিনি তোমাদের সাধারণ নর থেকে নারায়ণ হওয়ার সত্য কথা শোনান । একমাত্র এখনই তোমরা এই কাহিনী শোনো । এটা শুরুর সময় থেকে ধারাবাহিকে হচ্ছে না । বাবা বলেন, তোমরা ৮৪ জন্ম এখন সম্পূর্ণ করেছ । এরপর নতুন দুনিয়ায় তোমাদের রাজ্য হবে । এই জ্ঞান রাজযোগের । সহজ রাজযোগের নলেজ একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মার কাছেই আছে, যাকে প্রাচীন ভারতের রাজযোগ বলা হয়ে থাকে । কলিযুগ অবশ্যই সত্যযুগে রূপান্তরিত হয়েছিলো । বিনাশও শুরু হয়েছিলো ; সেটা মিসাইলেরই কথা । সত্যযুগ, ত্রেতায় লড়াইয়ের কোনো প্রশ্নই নেই, সেসব তো পরে শুরু হয় । অন্তিম যুদ্ধ হবে মিসাইলের । প্রথমদিকে তারা তরোয়াল দিয়ে লড়াই করতো, তারপরে শুরু হয় বন্দুক দিয়ে, তারও পরে কামান আর এখন বম্ব । নয়তো কিভাবেই বা সমগ্র দুনিয়ার বিনাশ হবে ? সেইসবের সাথে ন্যাচরাল ক্যালামিটিজও আছে । মুষলধারে বৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ (famine) ইত্যাদি সব ন্যাচরাল ক্যালামিটিজ । উদাহরণস্বরূপ, আর্থকোয়েক, ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ । এক্ষেত্রে কে কিই-বা করতে পারে ? এখন যদি মানুষ ইন্স্যুরেন্স করেও তবে কে কাকে দেবে ! সবাই মরে যাবে, কেউ কিছুই নিতে পারবেনা । এখন তোমাদের সবকিছু বাবার কাছে ইন্স্যুর করতে হবে । ভক্তিমার্গেও তারা ইন্স্যুরেন্স করে, কিন্তু তারা অল্পকালের রিটার্ণ লাভ করে । এখানে তুমি ডাইরেক্ট ইন্স্যুর করছ । কেউ সবকিছু ইন্স্যুর করলে সে বাদশাহী লাভ করবে । বাবা তাঁর নিজের

উদাহরণ দেন, তিনি সবকিছু দিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি সবকিছু পুরোপুরি (fully) বাবার কাছে ইনশিওর করেছিলেন এবং সেইজন্যে তিনি ফুল (সম্পূর্ণ) বাদশাহী লাভ করেন । যাই হোক, বাকি তো এই দুনিয়া শেষ হয়ে যায় । এটা মৃত্যুলোক । কারও সম্পদ মাটিতে মিশে যাবে আর বাকি অন্যান্যদেরটা গভার্নমেন্ট নিয়ে নেবে । যখন কোথাও আগুন লাগে বা কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় উদ্ভূত হয়, তখন চোরেরা এসে অনেক জিনিস চুরি করে নিয়ে যায় । এখন শেষের সময় । এই কারণে তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে, সহায়তা করতে হবে । এই সময় সবাই পতিত, সুতরাং কেউ পবিত্র দুনিয়া বানাতে পারেনা । এটা বাবার কাজ । তারা বাবাকে ডাকে নিরাকার দুনিয়া থেকে এসে রূপ ধারণ করো । বাবা বলেন, আমি সাকার দুনিয়ায় এসে রূপ ধারণ করেছি, কিন্তু সবসময় এঁর মধ্যে আমি থাকতে পারিনা । সারাদিন কেউ সওয়ারি করতে পারে কি ! তারা ষাঁড়ের ওপর সওয়ারি দেখায় । তারা মানুষের ভাগ্যবান রথও দেখায় । এটা রাইট নাকি ওটাই ঠিক ? তারা গোশালা দেখায়, গোমুখও দেখায় । তারা ছবি আঁকে, ষাঁড়ের ওপর একজন সওয়ার হয়ে গোমুখ দ্বারা নলেজ দিচ্ছে । এই জ্ঞান অমৃত বেরিয়ে আসছে এবং এটার অর্থও আছে । এমনকি গোমুখ মন্দিরও আছে । অনেকেই সেই মন্দির দেখতে যায় ; তারা বিশ্বাস করে গোমুখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে অমৃত ঝরে, সেইজন্যে সেখানে গিয়ে তাদের অমৃত পান করা উচিৎ । সাতশো সিঁড়ি আছে । বাস্তবে এটা সবচেয়ে বড় গোমুখ । তারা অমরনাথে যাওয়ার জন্যও কতো মেহনত করে, যদিও সেখানে কিছু নেই । তারা সবাই ঠগ । তারা দেখায় শংকর পার্বতীকে অমরকথা শোনাচ্ছেন । কিন্তু পার্বতীর মর্যাদা তেমন নয় যে, তাঁকে বসিয়ে তিনি ধর্মের কাহিনী শোনাবেন ! মানুষ মন্দির ইত্যাদি বানানোর জন্যও কতো খরচ করেছে । বাবা বলেন, তোমার টাকা যথেচ্ছভাবে খরচ করতে করতে তুমি সব টাকা নষ্ট করে দিয়েছ । তোমরা কত সলভেন্ট ছিলে আর এখন ইনসলভেন্ট হয়ে গেছ । যাই হোক, এখন আমি এসে আবার সলভেন্ট বানাই । তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারছ যে, তোমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে এসেছ । বাবা এখন তোমাদের এই উত্তরাধিকার দিচ্ছেন । পরমপিতা পরমাত্মার বার্থপ্লেস এই ভারত এবং সেইজন্যে ভারতই সবচেয়ে বড় তীর্থ । বাবা এসে সব পতিতদের পবিত্র বানান । গীতায় যদি বাবার নাম থাকতো, তবে সবাই এখানে এসে ফুল চড়াতো । বাবাকে ছাড়া, অন্য কেউ সদগতি দিতে পারেনা । ভারত সবচেয়ে বড় তীর্থক্ষেত্র কিন্তু এটা সকলের জানা নেই । নয়তো বাবার মহিমা যেমন অপরমপার, তেমনই ভারতের মহিমাও অপরমপার । এই ভারত হেল এবং হেভেনে পরিণত হয় । অপরমপার মহিমা হেভেনেরই আর সেক্ষেত্রে অপরমপার নিন্দা হেলের । তোমরা বাচ্চারা এখন সত্যখণ্ডের মালিক হচ্ছ । তোমরা এখানে এসেছ বাবার থেকে বেহদের উত্তরাধিকার নিতে । বাবা বলেন, মনমনাভব ! তোমার বুদ্ধিযোগ সবকিছু থেকে সরিয়ে একমাত্র আমাকে স্মরণ করো । স্মরণের অভ্যাসে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে । নলেজ ধারণ করে তোমাদের রাজ্যাধিকার নিতে হবে । জীবন মুক্তি প্রত্যেকের প্রাপ্তি হয়, কিন্তু যারা রাজযোগ শেখে একমাত্র তারা স্বর্গের বরসা লাভ করে । সদগতির প্রাপ্তি তো সকলের, তিনি সবাইকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন । বাবা বলেন, আমি কালেরও কাল ! মহাকালের মন্দিরও আছে । বাবা বুঝিয়েছেন, অন্তিমে যখন প্রত্যক্ষতা হবে তখন মানুষ বুঝবে যে, বেহদের বাবা সত্যি এই সম্পর্কে তোমাদের বলেছেন । কেউ যদি এখন কাহিনী শোনাতে গিয়ে বলে গীতার ভগবান কৃষ্ণ নয় শিব ; তবে সবাই বলবে বি. কে .-দের ভূত চেপেছে অর্থাত্ ব্রহ্মাকুমারীদের দ্বারা প্রভাবিত ; এইসব কথা এই ঈঙ্গিত দেয় যে, এখনও তাদের আসার সময় হয়নি । তারা পরে বুঝবে ; তারা যদি এখন সবকিছু বুঝে যায়, তাদের সমস্ত ব্যবসা-বৃত্তি সমাপ্ত হয়ে যাবে । আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) অন্যান্য সমস্ত সঙ্গ ছিন্ন করে মাতাপিতাকে সম্পূর্ণভাবে ফলো করতে হবে । এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি বেহদের বৈরাগ্য থাকা উচিত । তোমাদের এটা ভুলে যেতে হবে ।

২) এটা এখন অন্তের সময়, সব শেষ হয়ে যাওয়ার আগে নিজের কাছে যা কিছু আছে, সেসব ইন্স্যুরেন্স করে ভবিষ্যতের জন্য পূর্ণ (full) বাদশাহীর অধিকার নিতে হবে ।

বরদানঃ- সদা সৎসঙ্গের দ্বারা দুর্বলতাকে সমাপ্ত করে সহজযোগী, সহজ জ্ঞানী ভব

যে কোনো দুর্বলতা তখনই আসে যখন সৎসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে অন্য সঙ্গের প্রভাব পড়ে, এইজন্য ভক্তিতে বলা হয় সদা সৎসঙ্গে থাকা উচিত্ । তোমাদের সবার জন্য সত্যবাবার সঙ্গ অতি সহজ কারণ তাঁর সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক খুব কাছের । সুতরাং, সদাসর্বদা সত্সঙ্গে থেকে সহজ যোগী এবং সহজ জ্ঞানী আত্মা হয়ে সমস্ত দুর্বলতা সমাপ্ত করো ।

স্লোগানঃ- সদা প্রসন্ন থাকতে হলে নিজের প্রশংসা শোনার ইচ্ছে ত্যাগ করো ।